দারসে কুরআন সিরিজ-৭

কেসাস অসিয়ত ও রোজা

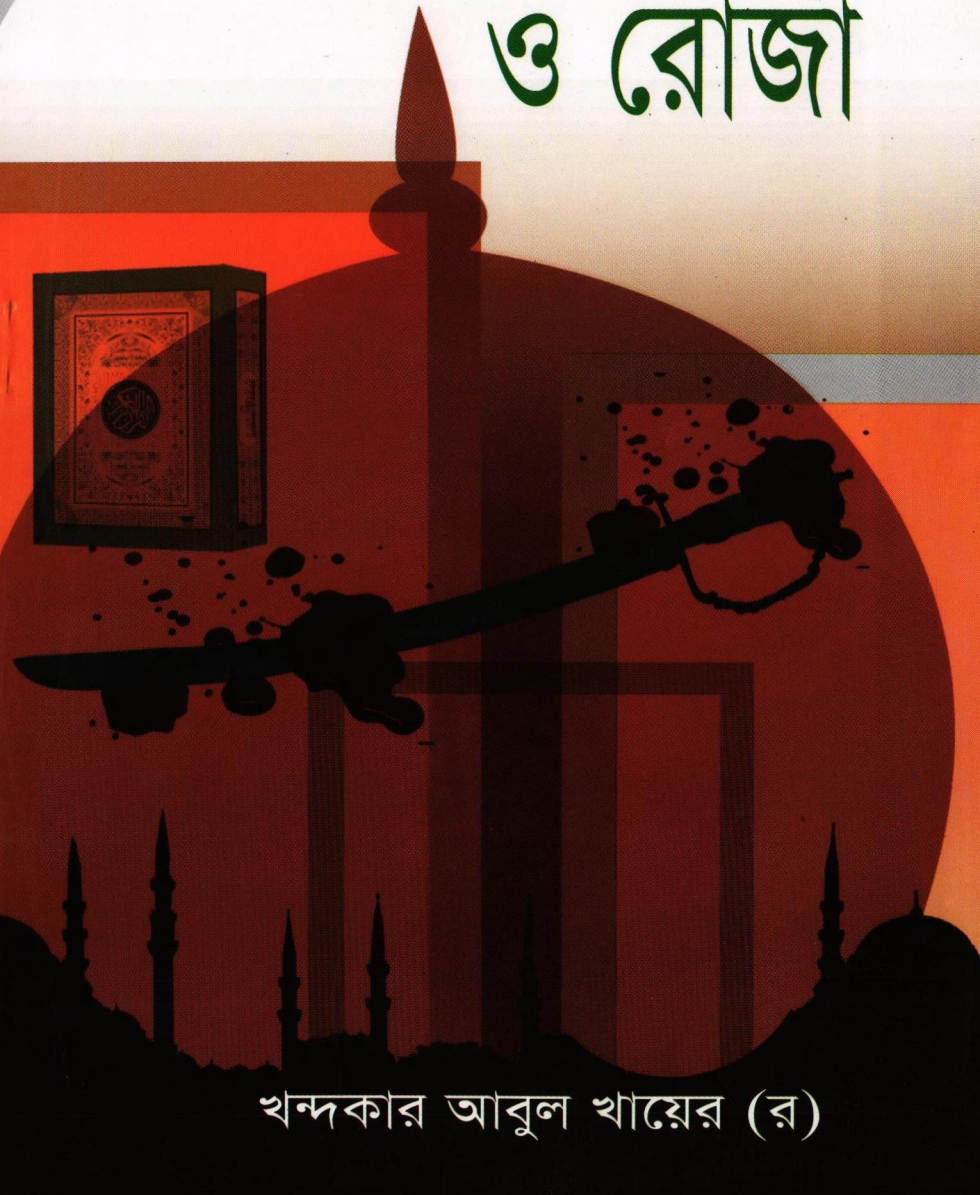

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-০৭

কেসাস অসিয়াত ও রোযা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ অ্যান্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা)
৩৮/৩, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

কেসাস অসিয়াত ও রোযা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট ৫০ বাংলাবাজার
মোবাইল : ০১৭১১৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৫
সতের তম প্রকাশ : জানু- ২০১১

প্রচ্ছদ : আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ : আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিশির দাস লেন, ঢাকা

মূল্য :২০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সূচীক্রম

কেসাস অসিয়াত ও রোযা	০৫
১। কেসাস	০৫
শানে নুযুল	০৮
২। অসিয়ত সংক্রান্ত	১১
৩। রোযা	১৭
রোযায় যা পালনীয়	১৮
রোযার উদ্দেশ্য	১৮
প্রবৃত্তির দাস	২২
উপসংহার	২৩

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- ✪ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- ✪ যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- ✪ যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- ✪ যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- ✪ যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- ✪ যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✪ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- ✪ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- ✪ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- ✪ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- ✪ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

কেসাস অসিয়াত ও রোযা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ج وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَانِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ * فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ * فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ع

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ *

অনুবাদ ঃ

কেসাস ১। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য লোক হত্যার ব্যাপারে কেসাসের আইন ফরজ করে দেয়া হলো। কোন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই কেসাস লওয়া হবে। ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে ঐ ক্রীতদাসকে হত্যা করতে হবে। কোন নারী হত্যাকারী হলে ঐ নারীকে হত্যা করেই কেসাস লওয়া হবে। অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি

www.pathagar.com

তার কোন ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করে তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। এবং নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য। এ দন্ডহ্রাস তোমাদের রবের তরফ থেকে অনুগ্রহ মাত্র। এর পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।

হে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। এই কেসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত রয়েছে। আশা করা যায় (একথা তোমরা বুঝবে) এ আইন লংঘন করা থেকে তোমরা বিরত থাকবে।

অসিয়াত ২। তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে এবং কিছু ধন সম্পদ রেখে গেলে তার পিতা মাতা ও সর্বাপেক্ষা নিকটতমদের জন্য প্রচলিত ন্যায় নীতি অনুযায়ী অসিয়াত করাকে তোমাদের জন্য ফরজ করা হলো। মুত্তাকীন লোকদের ওপর এটা একটা সুনির্দিষ্ট অধিকার বিশেষ। অতঃপর যারা তা শুনল এবং পরে তা পরিবর্তন করে ফেলল এইরূপ ক্ষেত্রে ঐ পরিবর্তনকারীদের ওপরই এর সমস্ত গোনাহ বর্তাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।

অবশ্য কারও যদি এই আশংকা হয় যে অসিয়াতকারী জ্ঞাতসারে কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে অবিচার করেছে বা কারও বৈধ হক নষ্ট করেছে তখন যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে মীমাংসা ও সংশোধন করে দেয় তবে তাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

রোযা ৩। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করে দেয়া হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের (নবীদের উম্মতের) ওপর ফরজ করা হয়েছিল। যেন তোমরা অপরাধ প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে পার।

শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - ওহে ঈমানদার ব্যক্তিগণ। كُتِبَ - লেখা হয়েছে এখানে অর্থ হবে ফরজ করে দেয়া হয়েছে। عَلَيْكُمُ - তোমাদের উপর। اَلْقِصَاصُ - হত্যার প্রতিশোধ। فِى الْقَتْلٰى - হত্যার ব্যাপারে। اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ - স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তিকে।

www.pathagar.com

اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ - দাসের বদলায় দাসকে। وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى - নারীর বদলায় নারীকে। فَمَنْ - অতঃপর যে ব্যক্তি। عُفِيَ - ক্ষমা করতে উদ্যত হবে। لَهٗ - তার জন্যে। مِنْ - হতে। اَخِيْهِ - তার ভাইয়ের। شَيْءٌ - কোন কিছু। فَاتِّبَاعٌ - তাহলে অনুসরণ করা উচিত। بِالْمَعْرُوْفِ - প্রচলিত আইন মুতাবিক। وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ - এবং ভালভাবে তাকে প্রদান করবে। ذٰلِكَ - উহা। تَخْفِيْفٌ - ক্ষমা করা বা সহজ করা। مِّنْ رَّبِّكُمْ - তোমাদের রবের পক্ষ হতে। وَرَحْمَةٌ - এবং অনুগ্রহ। فَمَنِ اعْتَدٰى - অতঃপর যে বাড়াবাড়ি করবে। بَعْدَ ذٰلِكَ -এর পরও। فَلَهٗ - তার জন্যে। عَذَابٌ اَلِيْمٌ - ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (রয়েছে)। وَلَكُمْ - এবং তোমাদের জন্য। فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ - কেসাসের মধ্যেই রয়েছে জীবন। يٰاُولِى الْاَلْبَابِ - হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ। لَعَلَّكُمْ - যেন তোমরা হও। تَتَّقُوْنَ - আইন মান্যকারী।

اِذَا - যখন। حَضَرَ - উপস্থিত হয়, এখানে আসন্ন হয়' হবে। اَحَدَكُمُ - তোমাদের কারও। مَوْتُ - মৃত্যু। اِنْ - যদি। تَرَكَ - রেখে যায়। خَيْرًا - ধন সম্পদ। وَصِيَّةٌ - কোন কিছু করার অন্তিম নির্দেশ। لِلْوَالِدَيْنِ - পিতা-মাতার জন্যে। وَالْاَقْرَبِيْنَ - এবং সর্বাপেক্ষা নিকটতম। بِالْمَعْرُوْفِ - প্রচলিত আইন মুতাবিক। حَقًّا - অধিকার। عَلَى الْمُتَّقِيْنَ - মুত্তাকীনদের উপর। فَمَنْ - অতঃপর যে ব্যক্তি। بَدَّلَهٗ তা পরিবর্তন করার। بَعْدَ - পরে। مَا سَمِعَهٗ - যা সে শুনেছে। فَاِنَّمَا - অতঃপর অবশ্যই। اِثْمُهٗ - ওর গোনাহ। عَلَى الَّذِيْنَ - তাদের উপর (বর্তাবে)। يُبَدِّلُوْنَهٗ - যারা উহা পরিবর্তন করবে। فَمَنْ - অতঃপর যে ব্যক্তি। خَافَ - ভয় করে। مِنْ مُّوْصٍ - অসিয়তকারী সম্পর্কে। جَنَفًا - পক্ষপাতিত্ব। اِثْمًا - অপরাধ। فَاَصْلَحَ - মীমাংসা করে দেয়। فَلَا

www.pathagar.com

إِثْمَ عَلَيْهِ - তাতে তার কোন দোষ নেই।

كُتِبَ – ফরজ করা হয়েছে। صِيَامُ - রোযা। كَمَا - যেমন। مِنْ قَبْلِكُمْ - তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। لَعَلَّكُمْ - যেন তোমরা। تَتَّقُوْنَ - তাকওয়ার গুণ সম্পন্ন হতে পার।

শানে নুযুল

হিজরতের পর যখন মদিনায় একটা ছোট ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলো তখন ইসলামী রাষ্ট্রের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন কানুন কেমন হবে এ সম্পর্কে অহী নাযিল হতে থাকে। উল্লিখিত আয়াতগুলো হচ্ছে সেই রাষ্ট্রীয় ফৌজদারী, দেওয়ানী এবং আত্মশুদ্ধির আইন কানুন সংক্রান্ত আয়াত।

অর্থাৎ ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন ও প্রথা-প্রচলন তৎকালীন সমাজে চালু ছিল তার মধ্যে এমনও কিছু আইন কানুন ও প্রথা প্রচলন ছিল যা ইসলামের দৃষ্টিতে দোষণীয় ছিল না আর এমনও কিছু কিছু ছিল যা ইসলামের দৃষ্টিতে দোষণীয় ও ক্ষতিকর ছিল। অতঃপর ইসলামী হুকুমত কায়েম হওয়ার পর যখন অহীর মাধ্যমে–

(১) পূর্বের ক্ষতিকর আইনগুলো বাতিল করা হচ্ছিল,

(২) সমাজে শান্তি কায়েম হতে পারে এমন নুতন আইন বহাল করা হচ্ছিল,

(৩) সমাজে অশান্তি প্রবেশ করতে পারে এমন যাবতীয় পথ ও পন্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছিল,

(৪) পূর্বের প্রথা প্রচলনের মধ্যে যেগুলো সমাজের জন্য কল্যাণকর ছিল তা আইনসিদ্ধ করে দেয়া হচ্ছিল এবং

(৫) মানুষ যেন আল্লাহরই হুকুম মেনে চলার অভ্যাস সৃষ্টি করার মত মন মানসিকতা তৈরী করতে পারে এমন সব পথ ও পন্থা বলে দেয়া হচ্ছিল তখনই উপরোক্ত উদ্দেশ্যে এ আয়াতগুলো এক সঙ্গে নাযিল হলো।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ... ... فِى الْقَتْلٰى

এখানে বলা হলো যে, ওহে ঈমানদারগণ যে উদ্দেশ্যে তোমরা ঈমান এনেছ, তা হচ্ছে- তোমরা ইহকালেও শান্তি চাও এবং পরকালেও শান্তি চাও কিন্তু মনে মনে কামনা করলেই শান্তি এসে যায় না। কিছু আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি মেনে চললেই সমাজে শান্তি কায়েম হতে পারে। আর যে সব আইন সমাজে চালু করলে সমাজের লোকগুলো জীবনের নিরাপত্তা পেতে পারে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আইন হচ্ছে নর হত্যা সংক্রান্ত আইন। নর হত্যার আইন যদি কঠোর হয় এবং বিচার দৃষ্টান্তমূলক হয় তাহলে হত্যার অপরাধ আর ঘটবে না। তাই হত্যার বিচারটা কিরূপ হতে হবে সে কথাই এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হলো। বলা হলো যে মানুষ হত্যা করবে তাকে হত্যা করা তোমাদের জন্য ফরজ করে দেয়া হলো। অর্থাৎ নামায পড়া যেমন ফরজ রোযা থাকা যেমন ফরজ কেউ যদি মানুষ হত্যা করে তবে রাষ্ট্রের জন্য ঐ হত্যাকারীকে হত্যা করা তেমনই ফরজ। এটা কিন্তু সাধারণের উপর ফরজ নয়। এটা একটা ফৌজদারী আইন যে আইনে হত্যাকারীকে হত্যা করা ফরজ করে দেয়া হয়। কারণ মানুষের বাঁচার অধিকার হলো আল্লাহর দেয়া একটি মৌলিক অধিকার। এ অধিকার প্রত্যেকেরই সমান। একটা লোককে মেরে ফেলার অর্থ হলো আল্লাহ তাকে বেঁচে থাকার যে অধিকার দিয়েছেন, তা কেড়ে নেয়া। তাই আল্লাহও আইন করে দিলেন যে, যে অন্যের বাঁচার অধিকার কেড়ে নেবে সে তার নিজের বাঁচার অধিকার হারাবে। তার আর বাঁচার অধিকার থাকবে না। তাকে নিহত হতে হবে।

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ ..... بِالْاُنْثٰى *

পূর্বে আরব দেশে এরূপ নিয়ম ছিল যে কেউ কারও দাসকে হত্যা করলে হত্যাকারীর কোনও দাসকে হত্যা করা হত, কেউ কারও মেয়েলোককে হত্যা করলে হত্যকারীর কোন মেয়ে লোককে হত্যা করা হত। এটা ছিল চরম বে– ইনসাফী। কারণ যে হত্যাকারী তার জন্য কোন শাস্তি ছিলনা। তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি ছিল এইরূপ যে অমুক যেহেতু আমার গোলামকে হত্যা করেছে কাজেই আমিও তার গোলামকে হত্যা করে দেব যেন সে বুঝতে পারে যে আমার গোলাম না থাকায় আমাকে যে সব

www.pathagar.com

অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে সে অসুবিধা যে কি তা, কিংবা কতটা আর্থিক ক্ষতি হলো তা যেন ঐ হত্যাকারী টের পায়। সে জন্য তার গোলামকে হত্যা করে দিতে হবে। তাহলেই বুঝবে যে গোলাম না থাকা কত পীড়াদায়ক। অনুরূপ ভাবে তারা মনে করত কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে কেউ হত্যা করলে হত্যাকারীর দলের যারা মোড়ল শ্রেণীর লোক যারা স্বাধীন জীবন যাপন করেন তাদের একজনকে হত্যা করে দিতে হবে। এই সব হিংস্র আইন কানুন তুলে দিয়ে ন্যায় নীতি কায়েমের উদ্দেশ্যেই বলা হলো যে হত্যাকারী সে যদি স্বাধীন হয় তবে ঐ স্বাধীন ব্যক্তিকেই হত্যা করতে হবে। হত্যাকারী চাকর হলে ঐ চাকরকেই হত্যা করবে এবং সে নারী হলে ঐ হত্যাকারিণী নারীকেই হত্যা করতে হবে। এক জনের পাপে আর এক জনকে হত্যা করার বিধান উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বাতিল করা হলো।

فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ ..... مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ -

এ আয়াতাংশের মধ্যে রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। যথাঃ-

(১) যদি হত্যাকারীকে কেউ মা'ফ করে দেয় তবে দিতে পারে। কিন্তু এ মা'ফ বিচারক করবে না। করবে বাদী অর্থাৎ যার লোক হত্যা করেছে সে-ই।

(২) কিন্তু মা'ফ করলেও প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পরিবারকে হত্যার বিনিময়ে মোটা অংকের অর্থ ক্ষতিপূরণ দিবে এবং তা আদায় করতে হবে। নইলে এরূপ হত্যাকাণ্ড পরে বার বার ঘটতে পারে।

(৩) এরূপ ক্ষেত্রে হত্যাকারীর এই মা'ফ পাওয়াটাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা বড় রকমের রহমত মনে করতে হবে যে রহমতের কারণে দণ্ডহ্রাসের বিধানটি অত্রসাথে সংযোজিত হয়েছে। [এ সংক্রান্ত আইন কানুন পরবর্তী সিরিজে থাকবে ইনশায়াল্লাহ]

فَمَنِ اعْتَدٰى ..... عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

এখানে বলা হয়েছে, যে ক্ষেত্রে যতটুকু দণ্ডহ্রাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সেটুকু ছাড়া যদি কেউ বাড়তি সুযোগ গ্রহণ করতে চায় বা বিচারক পক্ষের

www.pathagar.com

নিজের লোক হত্যাকারী হওয়ার কারণে যদি অপরাধীকে মা'ফ করে দেয়া হয় বা যে কোন অজুহাত সৃষ্টি করে যদি আল্লাহর বিধানের খেলাফ কিছু করা হয় তবে তার জন্য রয়েছে পরকালে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যে শাস্তির হাত থেকে বিচারক পক্ষ কোন প্রকারেই রেহাই পাবে না।

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ ..... تَتَّقُوْنَ -

এখানে বলা হয়েছে কেসাসের মধ্যেই রয়েছে জীবন অর্থাৎ হত্যাকারীকে যদি ছেড়ে দেয়া হয় তবে আরও বহু লোক সে হত্যা করবে। আর যদি হত্যার ব্যাপারে কেসাস এর আইন প্রয়োগ করা হয় তাহলে হত্যা চিরতরে বন্ধ হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং নিরীহ জনগণের জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারবে। এই জন্যই বলা হয়েছে " কেসাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবন" এ কথাগুলো বলা হয়েছে উলিল আলবাবদেরকে অর্থাৎ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যেন তারা বুঝতে পারেন যে হত্যাকারীকে ছেড়ে দেয়ার অর্থই হলো আরও বহু লোকের জীবন নাশের সহায়তা করা। আর হত্যাকারীকে হত্যার বদলে হত্যা করার আইন হলো জনগণের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। সর্বশেষ বলা হলো " লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন" অর্থাৎ কেসাসের আইন চালু করলেই আইন অমান্য করার অপরাধ থেকে জনগণ বেঁচে থাকবে।

২। অসিয়ত সংক্রান্ত

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ ..... حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ -

এখানে বলা হয়েছে, যদি তোমাদের কারও মৃত্যুর সময় আসন্ন হয়ে পড়েছে বলে তোমরা বুঝতে পার আর যদি দেখ যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার কিছু ধন সম্পদ রেখে যাচ্ছ তখন তোমার উপর ফরজ করে দেয়া হলো তোমার পিতা মাতার জন্য এবং রক্ত সম্পর্কের সবচাইতে নিকটতমদের জন্য অসিয়াতের মাধ্যমে কিছু ধন সম্পদ দিয়ে যাওয়া। এখানে বিল মা'রুফ থেকে বুঝান হয়েছে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী।

কোন দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা যখন কোন সফল বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তন

www.pathagar.com

হয় তখন পূর্ববর্তী সরকারের সকল আইন কানুন পরিবর্তন করে নুতন আইন জারী করা হয় কিন্তু নুতন আইন জারী করারও একটা স্বীকৃত ধারা আছে। আর তা হচ্ছে এই যে পূর্ববর্তী সরকারের যে সমস্ত আইন পরবর্তী সরকারের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর যে সমস্ত আইনই পরবর্তী সরকার পরিবর্তন করে ফেলে। আর যে সমস্ত আইন পরবর্তী সরকারের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর নয় বরং কল্যাণকর তা পরিবর্তন করা হয় না। ঠিক এই ধারা অনুযায়ী যখন মদীণায় ইসলামী হুকুমত কায়েম হলো তখন পূর্বেকার এই অসিয়াতের প্রথাকেই অহির মাধ্যমে ফরজ করা হলো অর্থাৎ পূর্বে এরূপ প্রথা চালু ছিল যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে যখন দেখত যে কিছু ধন সম্পদ সে রেখে যাচ্ছে তখন ক্ষেত্র বিশেষে পিতা মাতার জন্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে নাতি পৌত্রীর জন্য মানুষ অসিয়াত করে যেত। এটা পূর্বে প্রথা হিসাবে চালু ছিল। অতঃপর ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে এই প্রথাকেই ফরজ করে দেয়া হলো। অঃতপর এই আয়াত নাযিল হওয়ার প্রায় ২/৩ বৎসর পরে সূরা নিসার মধ্যে সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কীয় মীরাসি আইন নাযিল হয়। তখন সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসাবে পিতা মাতার কথা উল্লেখ করা হয় কিন্তু নাতি নাতনি ও পোতা পুতনিদের কথা অনুল্লেখ থেকে যায়। ফলে ইমামগণ বললেন ও মুফ্‌তিগণ ফতোয়া দিলেন যে পরবর্তী মীরাসী আইন নাযিল হওয়ার পর অসিয়াত আর ফরয নেই, মুস্তাহাব হয়ে গেছে। কিন্তু এই মত সব মুফাচ্ছিরীনের নয়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, মীরাসি আইনে যাদের অসিয়াত রহিত করা হয়েছে অর্থাৎ যাদের জন্য একবার অসিয়াত ফরজ করা হয়েছিল তাদের মধ্য হতে যাদেরকে মীরাসি আয়াতের মাধ্যমে অংশীদার করা হয়েছে তাদের জন্য অসিয়াত রহিত হয়ে গেল। অর্থাৎ তাদের জন্য অসিয়াত করতে হবে না কিন্তু একবার যাদেরকে অসিয়াতের মাধ্যমে ধন সম্পদ দিতে বলা হয়েছে পরে তাদেরকে মীরাসি আইনে অংশ দেয়া হয়নি, তাদের ব্যাপারে অসিয়াতের নির্দেশ পূর্বের ন্যায়ই বহাল রইল। (জাসসাস কুরতুবী) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এই মতটা মেনে নিলে এ নিয়ে আর কোন বিতর্ক থাকে না। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে যেহেতু পিতা মাতা ও নাতি-পোতার কথা রয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতে পিতা মাতাকে ওয়ারিস করা হয়েছে কিন্তু নাতি পোতাকে ওয়ারিস করা হয়নি। তাই পিতা

www.pathagar.com

মাতার জন্যে আর অসিয়াত করা যাবে না কিন্তু যেহেতু নাতি পোতার কথা মীরাসি আইনে উল্লেখ করা হয়নি তাই তাদের জন্য যে অসিয়তের কথা এখানে বলা হয়েছে তা পরবর্তী মীরাসি আয়াত নাযিল হওয়ার কারণে রহিত হয়ে যায়নি।

অসিয়াতের ব্যাপারে আর যেসব হাদীস রয়েছে সে সব হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে এই যে আল্লাহ প্রত্যেক হকদারদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন কাজেই যাদেরকে অহীর মাধ্যমে অংশীদার করা হয়েছে তাদের কারও জন্য নুতন করে অসিয়াত করা জায়েয হবে না। হাঁ তবে যদি অন্য সব ওয়ারিস অনুমতি দেয় তবে কোন বিশেষ ওয়ারিসের জন্য অসিয়াত করা যাবে। কিন্তু যাদেরকে অহীর মাধ্যমে অংশীদার করা হয় নি তাদের জন্যে অসিয়াত পূর্বের ন্যায়ই বহাল থাকবে।

এখানে যা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে এই যে পরবর্তী কালে যখন মীরাসী আয়াত নাযিল হয়েছে তখন প্রত্যেক স্থানে বলা হয়েছে অসিয়াত ও দেনা পরিশোধের পর যা থাকবে শুধুমাত্র তাই ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ হবে। যেমন সূরায়ে নিসার ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ অর্থাৎ অসিয়াত ও দেনা পরিশোধের পর যা থাকে তাই ভাগ হবে। ঐ একই সূরায় ১২নং আয়াত ৩ বার বলা হয়েছে ঐ একই কথা। এক স্থানে বলা হলো مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ এর পর বলা হলো مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِىْ بِهَا اَوْ دَيْنٍ এর পর বলা হলো–

অর্থাৎ ঐ সম্পত্তি থেকে তা-ই বন্টন করবে যা অসিয়াত ও দেনা পরিশোধের পর বাকী থাকবে।

আর এই একই ব্যাপারে রাসূল (সঃ) বলেছেন।

اِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰى لِكُلِّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهٗ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ –

অর্থাৎ অবশ্য আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের হক ঠিক করে দিয়েছেন কাজেই ওয়ারিসের জন্য আর কোন অসিয়াত করা যাবে না।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্নঃ কারা এই ওয়ারিস বা কারা হকদার যাদের জন্য অসিয়াত করতে নিষেধ করলেন আল্লাহর নবী?–এবং সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে ৪ বার আল্লাহ বললেন অসিয়াত ও দেনা পরিশোধের পর ওয়ারিশদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ হবে– এই অসিয়াতই বা কাদের জন্যে ? প্রকৃত পক্ষে এখানে কি কুরআন ও হাদীসে টক্কর লাগল? না এখানে টক্কর তো নয়ই বরং এখানে কুরআনের পরিপূরক বা সর্ম্পূরক ব্যাখ্যাই হচ্ছে উপরোক্ত হাদীস। এখানে কুরআন ও হাদীস মিলে যা অর্থ দাঁড়াল তা হচ্ছে এই যে মীরাসি আয়াতে যাদেরকে হকদার করা হয়েছে বা যাদের অংশ নির্দ্ধারিত করে দেয়া হয়েছে তাদের জন্য অসিয়াতের মাধ্যমে কোন বাড়তি অংশ রাসূল (সঃ) এর কওল অনুযায়ী দেয়া যাবে না কিন্তু যাদের জন্য নিদিষ্ট অংশ রাখা হয়নি তাদের জন্য অসিয়াত করতে হবে কারণ তা পূর্বেই ফরজ করা হয়েছে। সেই অসিয়াত এবং দেনা পরিশোধ করার পর যা থাকবে তা-ই হকদাররা পাবে। এইটাই আল্লাহর কথা। যেমন ধরুণ কারও তিন ছেলে রইল। এরা প্রত্যেকেই তার পিতার সম্পত্তিতে একই প্রকার হকদার। আর এই হক কতটুকু তা আল্লাহ নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে যদি ঐ ৩ ছেলের কারও জন্য অসিয়াত করেই যান যে আমার ছোট ছেলেকে দুই বিঘে জমি দেয়ার জন্য অসিয়াত করে যাচ্ছি তাহলে রাসূলের হাদীস অনুযায়ী তা অন্যায় হবে কারণ তার ন্যায্য অংশ তো আল্লাহ নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেনই সেখানে আবার নুতন করে কেন অসিয়াত করে অন্য ছেলেদের ভাগ কমাবে? এই জন্যই হকদারদের জন্য অসিয়াত করা আল্লাহ নিষেধ করলেন যেন বে-ইনসাফী না হয়।

এখন আর একটা প্রশ্ন থেকে যায় তা হচ্ছে এই যে, নাতি নাতনি যাদের জন্য অসিয়াত করা আল্লাহ সুরা বাকারায় ফরজ করলেন তাদেরকে সুরায়ে নিসায় অংশীদার করলেন না কেন? এই প্রশ্নের সঠিক জবাবটা এসে গেলেই এ সম্পর্কীয় যাবতীয় ধাঁধার অবসান ঘটতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এ ব্যাপারে জবাব হচ্ছে এই যে এই বিষয়টি বুঝা কঠিন অংক বুঝার ন্যায় কোন জটিল ব্যাপার নয়। এটা বুঝা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। আমার মতে যদি নাতি নাতনিদের তাদের পিতার পাওনা অংশটা দেয়া হত তাহলেই বে-ইনসাফী হত। বিষয়টিকেই বুঝার নিয়তে আমার কথাগুলোর

www.pathagar.com

দিকে লক্ষ্য করলে যে কোন ব্যক্তিই বলবেন যে আল্লাহ নির্ধারিত অংশ না দিয়ে অসিয়াতকে ফরজ করে ইনসাফই কায়েম করেছেন।

মনে করুন, কোন ব্যক্তির ৫ টি ছেলে প্রত্যেকেরই ছেলে মেয়ে হয়েছে এবং প্রত্যেকেই উপার্জন করে। এর মধ্যে হঠাৎ যদি ৫ জনের এক জন মারা যায় তাহলে উপার্জনশীল ব্যক্তিটির মৃত্যু হওয়ায় তার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদের ভরণ পোষণের আর কোন পথ রইল না। এ মতাবস্থায় যদি তাদের (স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের) ৫ ভাগের একভাগ সম্পত্তি দেয়া হয় তাহলে তাতে তাদের সংসার নাও চলতে পারে কিন্তু তাদেরকে বাঁচতে হবে এবং তাদের চাচাত ভাই বোনদের সঙ্গে জীবন যাপনের মান ঠিক রেখে চলতে হবে। কিন্তু $\frac{১}{৫}$ অংশ দাদার সম্পত্তিতে সবাই যে চলতে পারবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ সবার ধন সম্পদ এক প্রকার নয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে একমাত্র দাদাই বুঝতে পারে যে তাদের কি পরিমাণ ধন সম্পত্তি দিলে তারা চলতে পারবে। তাদের অবশ্যই কিছু বেশী দিতে হবে। কিন্তু কি পরিমাণ বেশী দেওয়া যাবে তারও একটা সীমা রাসূল (সঃ) ঠিক করে দিয়েছেন। এই অসিয়তটা $\frac{১}{৩}$ এর বেশী হবে না। ধরুণ যদি ঐ ব্যক্তির অন্য ছেলেদের সমান তার মৃত ছেলের ছেলেমেয়েদের দেয়া হত তাহলে তারা পেত $\frac{১}{৫}$ অংশ কিন্তু $\frac{১}{৩}$ অংশ অসিয়াতের মাধ্যমে দিলে বেশী পাবে $\frac{১১}{৩৩} - \frac{১}{৫} = \frac{২}{১৫}$ অংশ। ঐ লোকটা যদি মাত্র ১৫ বিঘা জমির মালিক হয়। তাহলে অন্যান্য ছেলেদের সমান মৃত ছেলের সন্তানদের দিলে তারা পায় মাত্র তিন বিঘা। কিন্তু অসিয়াত করে তাদের দেয়া যায় ৫ বিঘা। দাদা যদি বোঝেন যে ওদের তিন বিঘা দিলে ওরা চলতে পারবে না তাহলে অসিয়াত করে ৫ বিঘা পর্যন্ত দিতে পারবেন। ইসলাম যেহেতু শান্তি চায় আর আল্লাহর বিধান যেহেতু শান্তিরই সহায়ক কাজেই যাতে অসহায় এতিম ছেলে মেয়েরা কিছু বেশী পেতে পারে এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য অসিয়াতকে ফরজ করেছেন।

www.pathagar.com

এখানে আরও একটা কথা থেকে যায় তা হচ্ছে এই যে, বেশ কিছু ওলামার অভিমত যে সূরায়ে নিসার মীরাসি আইনের ক্ষেত্রে যেহেতু নাতি পোতার কথা উল্লেখ নেই কাজেই তাদের জন্য অসিয়াতের কোন প্রয়োজন নেই।

এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে আল্লাহ যখন দেননি তখন তাদের জন্য আমাদের বাড়তি দরদ দেখানোর কি প্রয়োজন। ঐ সব এতিমদের জন্য আল্লাহর চাইতে আমাদের পরাণ পোড়ায় কি বেশী? কথাগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত বটে কিন্তু ইসলামের সামগ্রিক আইন কানূন ও নিয়ম নীতির মধ্যে কোথাও এমন নজীর নেই যে একটা অসহায় আল্লাহর বান্দা কি ভাবে বাঁচতে পারবে তার কোন করে সে (ইসলাম) চুপ চাপ বসে থাকে কিংবা নীরব ভূমিকা পালন করে যেমন, যখন অজু করা যায় না তখন ইসলাম তায়াম্মুমের ব্যবস্থা না করে। ঠিক তেমনই নাতি পৌতীদের জন্য দাদার সম্পত্তিতে কোন হক না রাখতো তাহলে তাদের জন্য অবশ্যই বিকল্প কোন ব্যবস্থা দিতো। কিন্তু কোনটা সেই তায়াম্মুমের ন্যায় বিকল্প ব্যবস্থা? এ সব বিষয়কে সামনে রেখে উল্লেখিত আয়াত শরীফের ব্যাখ্যা নিলে এতিম নাতি পৌতীরা এত অসহায়ত্বের হাত থেকে বাঁচতে পারত। এ ছাড়াও চিন্তার বিষয় হচ্ছে এই যে, যে রাসুল (সঃ) এতিম মিস্‌কীনদের দুরাবস্থা দূর করার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করলেন, তাদের জন্য চোখের পানি দিয়ে বুক ভাসালেন আর সেই এতিমদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে নিষ্ঠুর হলেন বা নিশ্চুপ রইলেন? এটা কষ্মিন কালেও যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। তাছাড়া আল কুরআনের দুইস্থানে দুইবার নাযিল হওয়া আয়াতগুলোর মধ্যে স্ববিরোধী কথাও প্রকারান্তরে নেই। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে আমি এতিমদের ব্যাপারে বাড়তি দরদ দেখাচ্ছি। কিন্তু আসলে এক চুল পরিমাণও আমার নিজের কোন মত কায়েম করার পক্ষপাতী আমি নই। ঠিক যে শিক্ষাটা কুরআন থেকে আসছে আমি শুধু সেই টুকু বলার পক্ষপাতী। আমি আল কুরআনের স্বপক্ষে কিছু যুক্তির কথা বলেছি মাত্র।

আমি এর পরও বলব যে ১ম নাযিল হওয়া আয়াতে যে অসিয়াতকে ফরজ করা হলো পরবর্তী আয়াতে যদি তা বাতিল করা হত তাহলে নিশ্চয়ই পরবর্তী মিরাসী আয়াতে একথা বলা হত না যে, অসিয়াত ও দেনা পরিশোধের পর যা থাকে তা ভাগ কর। বরং আয়াত নাযিলের ধারা থেকে

www.pathagar.com

বুঝা যায় এতিমদেরকে দাদা নানার সম্পত্তিতে অন্যান্যদের পূর্বেই হকদার করা হয়েছে। কারণ ছেলেমেয়ে বা পরবর্তী ওয়ারিসরা যে কি পাবে তা বলার বহু পূর্বে সূরায়ে বাকারায় নাতি নাতনির কথা উল্লেখ করে তাদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থাকে পূর্বেই ফরজ করে দেয়া হয়েছে। আমি পূর্বেই বলেছি যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন– কাজেই এটা কোন নূতন ব্যাখ্যা নয়। অতএব এই স্পষ্ট সহজ সরল ব্যাখ্যাটা গ্রহণ করলেই এ সম্পর্কীয় তামাম জটিলতা দূর হয়ে যায়।

আমি আশা করি সমাজ এই ব্যাখ্যাই মেনে নেবে।

فَمَنْ بَدَّلَهُ ..... سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

যারা এ অসিয়াতের কথা শোনার পরও এর মধ্যে পরিবর্তন আনবে তাদের এ পরিবর্তনের যাবতীয় পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ এ অসিয়াত পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ ..... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

এখেনে বলা হয়েছে, এমন হয় যে অসিয়াত করে বেশী দেওয়া হয়েছে তাহলে আপন জনের মীমাংসায় কোন দোষ নেই। অর্থাৎ $\frac{১}{৩}$ এর বেশী অসিয়াত করলেও $\frac{১}{৩}$ অংশ অসিয়াতের জন্য রেখে বাকী অংশ ওয়ারিসদের ফিরিয়ে দিতে হবে। এইটা রাসূল (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত।

৩। রোযা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ ..... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ তোমাদের ওপর রোযা ফরজ করা হলো যেমন করা হয়েছিল পূর্ববর্তীদের ওপর। যেন তোমরা পরহেজগার হতে পার।

কথাটা অল্পের মধ্যে আসলে এর মধ্যে নিহিত রয়েছে বহুত মূল্যবান শিক্ষা যা মানুষের জবানে অল্পকথায় বলা সম্ভব নয়।

এখানে বলা হয়েছে রোযা মানুষকে পরহেজগার বানাবে অর্থাৎ অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার মত এমন গুণ সৃষ্টি করবে যে গুণ সম্পন্ন হলে মানুষ কোন প্রকার অন্যায় কাজ করতে পারে না। এখন প্রশ্ন, সেই গুণটা রোযা কি ভাবে সৃষ্টি করে? আসুন সেই প্রশ্নেরই উত্তর নিম্নে আলোচনা থেকে গ্রহণ করি।

www.pathagar.com

রোযায় যা পালনীয়

আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখলেই বুঝি রোযা হয়ে যায়। আসলে তা হয় না; রোযায় যা পালনীয় তা হচ্ছে দুই ধরনের ঃ- যথা (১) মুখ্য- যা দিনের বেলায় পালনীয় (২) আনুসাঙ্গিক বা গৌন- যা রাতে পালনীয়। মূখ্য হচ্ছে সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন আচরণ বন্ধ রাখা আর আনুসাঙ্গিক হচ্ছে যথা সময়ে ইফতার করা, তারাবিহর নামায পড়া এবং যথা সময় সেহরী খাওয়া।

রোযার উদ্দেশ্য

রোযার উদ্দেশ্য শুধু না খেয়ে কষ্ট পাওয়া নয়। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার অভ্যাস সৃষ্টি করা। ভিন্ন কথায় বলা চলে নিজের মধ্যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করাই হচ্ছে রোযার আসল উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন কিভাবে রোযা লোকদেরকে অন্যায় করা থেকে ফিরিয়ে রাখার অভ্যাস সৃষ্টি করতে পারে। এবার লক্ষ্য করুন কিভাবে তা করে। দেখুন মানুষের মধ্যে এমন কিছু সহজাত প্রবৃত্তি আছে যা মানুষের বাঁচার জন্য প্রয়োজন। যেমন–

* খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি।
* আত্মত্ব প্রবৃত্তি–
* আত্ম প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি–
* ক্রীড়া প্রবৃত্তি-
* যৌন প্রবৃত্তি
* বিশ্রাম প্রবৃত্তি ইত্যাদি

এসব প্রবৃত্তির মধ্যে রয়েছে এমন শিক্ষা ও চাহিদা যা একটা প্রাণীর বেঁচে থাকার ও বংশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন। কাজেই প্রতিটি প্রাণীই মনের অগোচরে এসব প্রবৃত্তির চরিতার্থ চায় এবং চরিতার্থ করে। এ প্রবৃত্তির চরিতাথের বেলায় কোন প্রাণীই কোন বাধা নিষেধ মানতে চায় না। কিন্তু মানুষ এ প্রবৃত্তিকে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু অন্য কোন প্রাণীর এ ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণের বালাই নেই। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বিবেক কিন্তু

www.pathagar.com

মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীরই যেহেতু বিবেক বলতে কোন কিছুর বালাই নেই। তাই তাদের সহজাত প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় সর্ম্পূণ ইচ্ছাধীনভাবে, যেমন মানুষ খায় প্রাণীরাও খায় কিন্তু মানুষ খাওয়ার পূর্বে চিন্তা করে, যা খাব তা-

১। হালাল কি না?

২। তা খাওয়ার, অধিকার আমার আছে কি না?

৩। কখন খাব কিভাবে খাব, কোথায় বসে খাব, কোন হাত দিয়ে খাব ইত্যাদি। এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং একটা মার্জিত পন্থায় হালাল জিনিসই খায়। কিন্তু কোন প্রাণীই তা চিন্তা করে না। ঠিক তেমনই যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থের বেলায়ও মানুষ যেভাবে নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলে তেমন কোন প্রাণীই মেনে চলে না। এই নিয়ন্ত্রণ মেনে চলার জন্য প্রয়োজন বিবেকের। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীরই বিবেক বলে কোন কিছুই নেই। এই জন্যই প্রাণীর কাছে মা-খালার কোন মানবিচার নেই। আল্লাহ সব প্রাণীকেই দিয়েছেন একটি মাত্র জীবন যার নাম হচ্ছে رَوَانْ (রাওয়ান)। এর মধ্যে রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি যা বাঁচার ও বংশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন। আর শুধু মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন ২টি জীবন। যথা-رَوَانْ এবং رُوْحْ (রুহ)। এই রুহের মধ্যে রয়েছে বিবেক যার মধ্যে রয়েছে ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় ইত্যাদির বিচারবোধ। ফলে অন্যান্য প্রাণী رَوَانْ এর চাহিদা অনুযায়ী যা কিছুই করে তাতে মনের ভিতর থেকে কোন বাধায় সৃষ্টি হয় না। কিন্তু রুহ্ থাকার কারণে মানুষের মধ্যে তা হয়।

মানুষের এই যে সহজাত প্রবৃত্তি এগুলো কিন্তু সবাই সমান শক্তিশালী নয়। এর মধ্যে খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তিই হচ্ছে সব চাইতে বেশী শক্তিশালী। এর পর ২য় শক্তিশালী হচ্ছে যৌন প্রবৃত্তি, এর পর বিশ্রাম প্রবৃত্তি এর পর আত্মত্ব ও আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি ক্রমিক পর্যায়ে শক্তিশালী। মানুষের বেলায় এর প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির ওপর বিবেকের নিয়ন্ত্রণ থাকে। এ কারণেই আমরা বলতে পারি মানুষের প্রবৃত্তিগুলোর ওপর বিবেক হচ্ছে রাজা আর প্রবৃত্তিগুলো হচ্ছে বিবেকের প্রজা। প্রজাগণ অর্থাৎ প্রবৃত্তিগুলো রাজার তথা বিবেকের সম্মতি ছাড়া কিছুই করতে পারে না। তাই প্রবৃত্তি যখনই কিছু

www.pathagar.com

চায় তখনই সে চায় বিবেকের সম্মতি। প্রবৃত্তির চাওয়াটাই হচ্ছে মানুষের মনের ইচ্ছা। আর মানুষ ইচ্ছা করলেই বিবেক তা পূরণ করে না। বিবেক ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় বৈধ অবৈধ ইত্যাদি দেখে। কিন্তু ৩টি প্রবৃত্তি– যা ক্রমিক পর্যায়ে শক্তিশালী তারা– বিবেকের নিকট থেকে জোর করেই সম্মতি আদায় করতে চায়। অনেকেরই বিবেক ঐ ৩টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হিম শিম খেয়ে যায়। এ ৩টি হচ্ছে (১) খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি (২) যৌন প্রবৃত্তি ও (৩) বিশ্রাম প্রবৃত্তি।

মানুষ যদি এই ৩টিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে তাহলে আর যে প্রবৃত্তি কম শক্তিশালী সেগুলোকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে তাই এ ৩টি শক্তিশালী প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রোযাকে ফরজ করা হলো।

প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রোযার চাইতে আর কোন উত্তম পন্থা হতেই পারে না। কারণ মানুষ যখন রোযা থাকে তখন তার সহজাত প্রবৃত্তি চায় কিছু খেতে। চায় বিবেকের কাছে ইচ্ছারূপী দরখাস্তের মাধ্যমে আর বিবেক এ ইচ্ছাকে বলে দেয়, "যাও হবে না, তোমার কথা মত পেটকে কিছু খাদ্য দেয়া যাবে না।" কারণ আমি তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য চূড়ান্ত মালিক নই, আমার ওপর আরেকজন মালিক রয়েছেন। তার অনুমতি ছাড়া তোমাকে আমি কিছুই দিতে পারব না। অর্থাৎ বিবেক বলবে খাদ্য গ্রহণ প্রবৃত্তিকে যে তুমি যেমন আমার অধীন আমি তেমন আল্লাহর অধীন। যখন তুমি আমার নিকট কিছু পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করবে বা ইচ্ছে করবে তখন আমি দেখব তোমার ইচ্ছে পূরণ করার ব্যাপারে মূল মালিক আল্লাহর অনুমতি আছে কিনা। যদি মূল মালিকের অনুমতি না থাকে তাহলে তোমার দাবী আমি পূরণ করতে পারব না। রোযাদার মানুষ ইফতারের সময় যখন ইফতারী নিয়ে ইফতারের সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকে তখন এই খানকার আলোচ্য বিষয়টা খুব উত্তম রূপে অনুভব করা যায়। ইফতারী সামনে আনলে মন চায় খাই কিন্তু বিবেক বলে থাম। সাইরেন বাজা বা আযান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এখনও আল্লাহর হুকুম আসেনি। আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত খাবার সামনে থাকলেও খেতে পারবে না। দিনের বেলায়ও যখনই মন চায় খেতে তখনই বিবেক বলে– হবে না, কারণ মূল মালিকের অনুমতি নেই। তেমনই ভাবে যৌন চাহিদাকেও

www.pathagar.com

বিবেকের নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। এটা হলো দিনের বেলার নিয়ন্ত্রণ, কিন্তু রাত্রেও আছে কিছু নিয়ন্ত্রণ। রোযার মাসে সর্ব মোট ৭১০ ঘন্টা এ নিয়ন্ত্রণের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণ হতে থাকে। (৭১০ ঘন্টায় চাঁদের একটা 'দিনরাত' আর এই ৭১০ ঘন্টাতেই আমাদের পৃথিবীতে একটা চন্দ্রমাস)। এই প্রশিক্ষণকে আমরা (প্রতি এক বছর অন্তর) একটা বাৎসরিক Refresher training বলতে পারি। যে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ প্রতি বছর ৭১০ ঘন্টা ধরে বিবেককে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার অভ্যাস সৃষ্টি করায়।

রোযার কাজ রাতেও শেষ হয়ে যায় না। দিনে যেমন খাদ্য গ্রহণ ও যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় তেমন রাতের বেলায় বিশ্রাম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ইফতারের পর আর মন চায় না যে, ২০ রাকাত তারাবীহর বাড়তি নামায পড়ি কিন্তু রোযার ব্যবস্থাপনা বলে ' তা হবে না, বাড়তি নামায তোমাকে পড়তেই হবে। এর পর যদিও তারাবীহর নামায পড়ে রোযাদার তখনকার মত নিস্কৃতি পেল কিন্তু সেহরী খাওয়ার সময় তাকে আবার উঠতে হবে যদিও মন চায় আর উঠব না। এর পরও সেহরী খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে না, কারণ একটু পরেই তাকে ফজরের নামায পড়তে হবে। বাছ যখনই ফজরের নামায পড়া হয়ে যায় তখনই বিশ্রাম প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে যায় কিন্তু সোবহে সাদেক থেকেই আবার খাদ্য গ্রহণ ও যৌন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়ে যায়। এভাবেই কেটে যায় ৭১০ ঘন্টা। এতে বিবেককে শিক্ষা দেয়া হয় যে মন যখন যা চায় তা মনকে দেয়া যাবে না যদি মূল মালিক আল্লাহর অনুমতি না থাকে।

এর পর আর ১১ মাস তাকে ঐ শিক্ষার উপর চলতে হবে যে যখনই মন কিছু চাইবে তখনই বিবেক মনকে বলে দেবে রোযার মাসে যেমন শিক্ষা পেয়েছ অর্থাৎ মূল মালিকের অনুমতি ছাড়া কিছু করা যাবে না ঠিক তেমনই এখনও মূল মালিকের অনুমতি ছাড়া কিছু করা যাবে না, এই শিক্ষা মেনে চললেই সে অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে। এ জন্যই বলা হয়েছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ যেন তোমরা অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পার। এখন আশা করা যায় লায়াল্লাকুম তাত্তাকুনের ব্যাখ্যা আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি। এখন প্রশ্নঃ যারা রোযা রাখে না তারা কোন্ পর্যায়ের মুসলমান? তারা হচ্ছেঃ 'প্রবৃত্তির দাস'

www.pathagar.com

প্রবৃত্তির দাস

দেখুন বাংলা ভাষায় একটা কথা লোকে বলে থাকে তা হচ্ছে ' প্রবৃত্তির দাস' এ প্রবৃত্তির দাস কথাটার সঙ্গে আমরা বাংলা ভাষাভাষি প্রায় সবাই পরিচিত। কিন্তু কেন এবং কাদের বলা হয় প্রবৃত্তির দাস তা আমরা খুব কম লোকেই জানি।

প্রবৃত্তির দাস বলা হয় তাদেরকে যারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে প্রবৃত্তির কথা শোনে। যেমন ধরুণ আল্লাহ বলেন, " রোযার মাসে দিনের বেলায় কিছু খেও না" আর প্রবৃত্তি বলল, 'না আমাকে খেতে দিতে হবে। এখন বিবেককেই ফয়সালা করতে হবে যে, সে এ ক্ষেত্রে কার নির্দেশ মানবে। সে যদি তখন আল্লাহর নির্দেশ মানে তবে সে হলো আল্লাহর দাস বা আল্লাহর বান্দা আর যদি প্রবৃত্তির হুকুম মত কিছু খায় তা'হলে সে আর আল্লাহর দাস থাকে না, সে হয়ে যায় প্রবৃত্তির দাস। একেই বলে প্রবৃত্তির দাস। ঃ

যারা পীরে কামেল তারা বলেন বিবেকের অবস্থান মস্তিষ্কে, নফসের অবস্থান নাভীতে আর আল্লাহর আসন আরশে মুয়াল্লায়। তা'হলে অবস্থা দাঁড়াল এই যে, বিবেকের অবস্থান হলো মাঝখানে উপরে আল্লাহর আসন আর নীচে প্রবৃত্তির অবস্থান। এ অবস্থায় যারা আল্লাহর হুকুম মানল তাদের বিবেক হলো উর্দ্ধমুখী বা বেহেশ্‌ত মুখী আর যারা নিম্নে অবস্থিত প্রবৃত্তির কথা মত চলল তাদের বিবেক হলো নিম্নমুখী বা জাহান্নাম মুখী। এই দু'শ্রেণীর মানুষের গতি যেমন বিপরীতমুখী তেমন তাদের প্রতিটি কার্যকলাপই দুই বিপরীত মুখী। অর্থাৎ তাদের

* চিন্তা ধারা
* দৃষ্টি ভঙ্গি
* মন মানসিকতা
* আমল আখলাক

www.pathagar.com

* চরিত্র

* কার্য কলাপ

সবই ভিন্নমুখী। এদের একটা উদাহরণ এরূপ দেয়া যায় ঃ কোন এক স্থান থেকে দুই ব্যক্তি যদি দুই বিপরীত মুখী পথে রওয়ানা করে, –যেমন মক্কা শরীফ থেকে একজন বের হলো পশ্চিমমুখী হয়ে আর একজন বের হলো পূর্ব মুখী হয়ে। এই দুইজনের পথের পার্শ্বের দৃশ্য কখনই এক প্রকার হয় না, অর্থাৎ যে পূর্ব দিকে আসছে তার চোখের সামনে যা যা পড়বে তা কস্মিন কালেও তার চোখের সামনে পড়বে না যে পশ্চিম মুখী হয়ে চলবে। ঠিক তেমনই যে হয় আল্লাহর দাস তার চোখের সামনে যা পড়বে অর্থাৎ তার যা দুষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে কস্মিন কালেও মিল হবে না তার দৃষ্টিভাবে যার মনের গতি প্রবৃত্তি মুখী বা নিম্নমুখী। আর এই দুই শ্রেণীর লোক যখন একই সমাজে বাস করে তখন এক শ্রেণীর লোকের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ অন্য শ্রেণীর নিকট অদ্ভুত বলে মনে হবে। ফলে দুই শ্রেণীর লোকই বাস করবে ভীষণ মনঃকষ্টের মধ্যে। যা আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করছি।

উপসংহার

এ দারসের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নম্বরে বলা হয়েছে ফৌজদারী আইন, দুই নম্বরে বলা হয়েছে দেওয়ানী আইন আর তিন নম্বরে বলা হয়েছে আল্লাহর আইন মেনে চলার মত মন তৈরীর পন্থা। এ তিনটি ব্যবস্থাকেই আল্লাহ ফরজ করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এখানে যে উপরের ১নং ও ২নং এর যে দু'টি বিধান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতাভুক্ত তার ব্যাখ্যা সাধারণ গণমানুষের সামনে মোটেই তুলে ধরা হয়নি। আর যদিও কিছু তুলে ধরা হয়েছে তাও (অসিয়াতের আইন) এমন ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যা সমালোচনার উর্দ্ধে থাকবে এবং যা আল কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমানিত তা জন সমাজে তুলে ধরা হয়নি আর পর পর তিনটি ফরজের মধ্যে রোযা যে ৩নং এর ফরজ এর পূর্বেও যে একই সঙ্গে আরও দুইটি গুরুত্ব পূর্ণ ফরজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে কথা আমাদের বলা হয়নি। রোযাকে ৩নং এর ফরজ বলে আমি রোযার গুরুত্ব কমাতে চাইনি

www.pathagar.com

বরং আমার কথা হচ্ছে এই যে রোযার গুরুত্ব আমরা যতটুকু দিয়ে থাকি প্রকৃতপক্ষে এর গুরুত্ব তার চাইতে অনেক অনেক গুণ বেশী কিন্তু তার পূর্বে যে দুইটি কাজের কথা বলা হয়েছে তার গুরুত্বও রোযার চাইতে কোন অংশেই কম নয়।

হায় আফসোস। যদি এসব আমরা যথাযথভাবে বুঝতাম তবে আমাদের এ সমাজের কতই না কল্যাণ হত।

ওয়ামা তৌফিকি ইল্লাহ বিল্লাহ।

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫